ধ্বনিতত্ত্ব ও ধ্বনি পরিবর্তন

ধ্বনিতত্ত্ব

কোনো ভাষার বাক্ প্রবাহকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে আমরা কতগুলো মৌলিক ধ্বনি পাই।
বাংলা ভাষার মৌলিক ধ্বনিগুলোকে প্রধান দুই ভাগে ভাগ করা হয়-

১. স্বরধ্বনি

২. ব্যঞ্জনধ্বনি

স্বরধ্বনি

যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস-তাড়িত বাতাস বেরিয়ে যেতে মুখবিবরের কোথাও কোনও প্রকার বাধা পায় না, তাদেরকে বলা হয় স্বরধ্বনি।

যেমন- **অ, আ, ই, উ** ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনধ্বনি

যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস-তাড়িত বাতাস বেরিয়ে যেতে মুখবিবরের কোথাও না কোথাও কোনও প্রকার বাধা পায় বা ঘর্ষণ লাগে, তাদেরকে বলা হয় ব্যঞ্জনধ্বনি।

যেমন- **ক, চ, ট, ত, প** ইত্যাদি।

বর্ণ

- ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে বলা হয় বর্ণ। বাংলা ভাষায় দুই ধরনের বর্ণ আছে-

১. **স্বরবর্ণ** স্বরধ্বনি দ্যোতক লিখিত সাংকেতিক চিহ্নকে বলা হয় স্বরবর্ণ।
যেমন- **অ, আ, ই, উ** ইত্যাদি।

২. **ব্যঞ্জনবর্ণ** ব্যঞ্জনধ্বনি দ্যোতক লিখিত সাংকেতিক চিহ্নকে বলা হয় ব্যঞ্জনবর্ণ।
যেমন- **ক, খ, গ, ঘ** ইত্যাদি।

- যে কোন ভাষায় ব্যবহৃত লিখিত বর্ণসমষ্টিকে সেই ভাষার **বর্ণমালা** বলা হয়।

বাংলা বর্ণমালা

বাংলা বর্ণমালায় মোট **পঞ্চাশটি বর্ণ** রয়েছে।
তার মধ্যে স্বরবর্ণ এগারটি **(১১টি)** এবং ব্যঞ্জনবর্ণ ঊনচল্লিশটি **(৩৯টি)।**

স্বরবর্ণ

স্বরবর্ণ **অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ-** ১১টি

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঐ, ঔ- এ দুটি দ্বিস্বর বা যৌগিক স্বরধ্বনি চিহ্ন।
যেমন- **অ+ই= ঐ, অ+উ= ঔ**

ব্যঞ্জনবর্ণ

ব্যঞ্জনবর্ণ ক খ গ ঘ ঙ
চ ছ জ ঝ ঞ
ট ঠ ড ঢ ণ
ত থ দ ধ ন
প ফ ব ভ ম
য র ল
শ ষ স হ
ড় ঢ় য় ৎ
ং ঃ ঁ – মোট ৩৯টি

অনুশীলন করে দেখি

বাংলা ভাষার মৌলিক ধ্বনিগুলোকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়?

(ক) পাঁচ
(খ) চার
(গ) তিন
(ঘ) দুই

স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ

স্বরবর্ণের দুটি রূপ আছে-

১. প্রাথমিক বা পূর্ণ রূপ

স্বরবর্ণ যখন নিরপেক্ষ বা স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয় তখন এর পূর্ণ রূপ লেখা হয়। যেমন- **অ, আ, ই, ঈ।**

২. সংক্ষিপ্ত স্বর বা কার

স্বরধ্বনি যখন ব্যঞ্জনধ্বনির সাথে ুক্ত হয়ে উচ্চারিত হয়, তখন সেটি সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়। স্বরবর্ণের এই সংক্ষিপ্ত রূপকে কার বলে। যেমন- **আ** এর সংক্ষিপ্ত রূপ **(া)**

ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ

- **ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলে ফলা।**

- কোনো কোনো ব্যঞ্জনবর্ণ অন্য স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে যুক্ত হলে এর আকৃতি পরিবর্তন হয় এবং কখনো কখনো সংক্ষিপ্তও হয়।

- যে ব্যঞ্জনটি যুক্ত হয় তার নামানুসারে ফলার নামকরণ হয়।

যেমন- **ম-এ-য ফলা= ম্য, ম-এ-র ফলা= ম্র** ইত্যাদি।

বর্গীয় ধ্বনি

ক থেকে ম পর্যন্ত পঁচিশটি স্পর্শধ্বনি উচ্চারণ স্থানের দিক দিয়ে পাঁচটি গুচ্ছে বা বর্গে ভাগ করা হয়েছে। প্রতি গুচ্ছের প্রথম ধ্বনির নামানুসারে সে গুচ্ছের সবগুলো ধ্বনিকে বলা হয় ওই বর্গীয় ধ্বনি।

- **ক খ গ ঘ ঙ:** ধ্বনি হিসেবে কন্ঠ্য ধ্বনি, বর্গ হিসেবে ক বর্গ
- **চ ছ জ ঝ ঞ:** ” ” তালব্য ” ” ” চ ”
  ট ঠ ড ঢ ণ: ” ” মূর্ধন্য ” ” ” ট ”
  ত থ দ ধ ন: ” ” দন্ত্য ” ” ” ত ”
- **প ফ ব ভ ম:** ” ” ওষ্ঠ্য ” ” ” প ”

উচ্চারণের স্থান

উচ্চারণের স্থানের নামানুসারে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়-

১	২	৩	৪	৫
কণ্ঠ্য বা জিহ্বামূলীয়	তালব্য বা অগ্রতালুজাত	মূর্ধন্য বা পশ্চাৎ দন্তমূলীয়	দন্ত্য বা অগ্র দন্ত্যমূলীয়	ওষ্ঠ্য

ধ্বনি উচ্চারণে ব্যবহৃত প্রত্যঙ্গ

ধ্বনি উচ্চারণের জন্য যেসব প্রত্যঙ্গগুলো ব্যবহৃত হয়- ঠোঁট (ওষ্ঠ ও অধর), দাঁতের পাটি, দন্তমূল, অগ্র দন্তমূল, অগ্রতালু, শক্ত তালু, পশ্চাৎ তালু, নরম তালু, মূর্ধা ইত্যাদি।

পরাশ্রয়ী বর্ণ

ং, ঃ, ঁ – এই বর্ণগুলো স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্র বর্ণ হিসেবে ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। এ বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি অন্য ধ্বনির সঙ্গে মিলিত হয়ে একত্রে উচ্চারিত হয়। তাই এ বর্ণগুলোকে বলা হয় **পরাশ্রয়ী বর্ণ**।

নাসিক্য ধ্বনি

যেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস নিঃসৃত বায়ু মুখবিবর ছাড়াও নাসারন্ধ্র দিয়ে বের হয়, অর্থাৎ উচ্চারণের সময় নাসিকার সাহায্য নিতে হয়, তাদের বলা হয় **অনুনাসিক বা নাসিক্য ধ্বনি।**

নাসিক্য ধ্বনির বর্ণগুলোকে বলে **নাসিক্য বর্ণ।**

এগুলো হল- **ঙ, ঞ, ণ, ন, ম, ং, ঁ**

স্বরধ্বনির হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা

- স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে সময়ের স্বল্পতা ও দৈর্ঘ্য অনুসারে হ্রস্ব বা দীর্ঘ হয়।
- হ্রস্ব বর্ণের উচ্চারণ দীর্ঘ এবং দীর্ঘ বর্ণের উচ্চারণ হ্রস্ব হতে পারে।
- যেমন- **ইলিশ, তিরিশ, উচিত-** লিখিত হয়েছে হ্রস্ব ই-কার দিয়ে; কিন্তু উচ্চারণ হচ্ছে দীর্ঘ।
- আবার, **দীন, ঈদুল ফিৎর, ভূমি-** লিখিত হয়েছে দীর্ঘ ঈ-কার এবং দীর্ঘ ঊ-কার দিয়ে; কিন্তু উচ্চারণ হচ্ছে হ্রস্ব।

যৌগিক স্বর

- পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনি থাকলে দ্রুত উচ্চারণের সময় তা একটি সংযুক্ত স্বরধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়। এরূপ একসঙ্গে উচ্চারিত দুটি মিলিত স্বরধ্বনিকে যৌগিক স্বর বা দ্বি-স্বর বলা হয়।

যেমন- **অ+ই= অই (বই), অ+উ= ওউ (বউ)** ইত্যাদি।

- বাংলায় পঁচিশটি যৌগিক স্বরধ্বনি আছে। যথা- **আ+ই= আই; আ+উ= আউ; আ+এ= আয়, ই+এ= ইয়ে** ইত্যাদি।

অনুশীলন করে দেখি

কোনটি ওষ্ঠ্য ধ্বনি?

(ক) গ
(খ) ব
(গ) ধ
(ঘ) জ

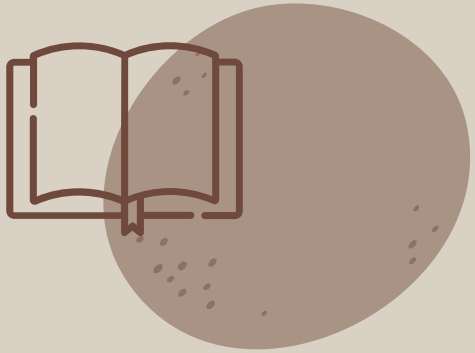

অনুশীলন করে দেখি

ঠ এর উচ্চারণ স্থান কোনটি?

(ক) পশ্চাৎ দন্তমূল
(খ) অগ্রতালু
(গ) ওষ্ঠ
(ঘ) জিহ্বামূল

অনুশীলন করে দেখি

স্বরধ্বনির হ্রস্ব উচ্চারণ কোনটিতে হয়েছে?

(ক) দীন
(খ) ইলিশ
(গ) নতুন
(ঘ) উচিত

স্পর্শ ব্যঞ্জন

ক থেকে ম পর্যন্ত পাঁচটি বর্গের মোট পঁচিশটি ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বার সঙ্গে অন্য বাগযন্ত্রের কোনো অংশের কিংবা ওষ্ঠের সঙ্গে অধরের স্পর্শ ঘটে ফুসফুস-তাড়িত বাতাস বাধা পেয়ে বেরিয়ে যায়। বাধা পেয়ে স্পষ্ট হয় বলে এদের বলা হয় **স্পর্শ ব্যঞ্জন** বা **স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনি।**

উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী স্পর্শ ব্যঞ্জনধ্বনি দুই ধরনের-

১. অঘোষ

২. ঘোষ

অঘোষ ও ঘোষ ধ্বনি

অঘোষ ধ্বনি যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয় না, তাকে অঘোষ ধ্বনি বলে।
যেমন- **ক, খ, চ, ছ** ইত্যাদি।

ঘোষ ধ্বনি যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয় তাকে বলে ঘোষ ধ্বনি।
যেমন- **গ, ঘ, জ, ঝ** ইত্যাদি।

অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ধ্বনি

অল্পপ্রাণ ধ্বনি যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাসের চাপের স্বল্পতা থাকে, তাকে অল্পপ্রাণ ধ্বনি বলে।
যেমন- **ক, গ, চ, জ** ইত্যাদি।

মহাপ্রাণ ধ্বনি যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাসের চাপের আধিক্য থাকে, তাকে বলে মহাপ্রাণ ধ্বনি।
যেমন- **খ, ঘ, ছ, ঝ** ইত্যাদি।

উষ্মধ্বনি ও অন্তঃস্থ ধ্বনি

উষ্মধ্বনি

যে ব্যঞ্জনের উচ্চারণে বাতাস মুখবিবরে কোথাও বাধা না পেয়ে কেবল ঘর্ষণপ্রাপ্ত হয় এবং শিশধ্বনির সৃষ্টি করে, সেটিকে বলে উষ্মধ্বনি।

এ বর্ণগুলোকে বলা হয় উষ্ম বর্ণ।

শ,ষ,স- এ তিনটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি অঘোষ অল্পপ্রাণ, আর হ ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি।

অন্তঃস্থ ধ্বনি

স্পর্শ বা উষ্ম ধ্বনির মাঝে আছে বলে **য,র,ল,ব** এ ধ্বনিগুলোকে অন্তঃস্থ ধ্বনি বলে।

আর বর্ণগুলো হল অন্তঃস্থ বর্ণ।

অ লেখার নিয়ম

শব্দে অবস্থানভেদে অ **দুইভাবে** লিখিত হয়।

১. স্বাধীনভাবে লিখিত অ।

যেমন- **অমর, অনেক।**

২. শব্দের মধ্যে অন্য বর্ণের সঙ্গে বিলীনভাবে ব্যবহৃত অ।

যেমন- **কর, বল।** এখানে **ক এবং র,** আর **ব এবং ল** এর সাথে **অ বিলীন** হয়ে আছে। **(ক্+অ+র্+ অ; ব্+অ+ল্+অ)**

অ ধ্বনির উচ্চারণ

শব্দে অ ধ্বনির দুইরকম উচ্চারণ পাওয়া যায়।

১. বিবৃত বা স্বাভাবিক উচ্চারণ।
যেমন- **অমল, অনেক, কত।**

২. সংবৃত বা ও- ধ্বনির মত উচ্চারণ।
যথা- **অধীর, অতুল, মন।**

অ- ধ্বনির স্বাভাবিক বা বিবৃত উচ্চারণ

ক. শব্দের আদিতে

১. শব্দের আদিতে না-বোধক অ
যেমন- **অটল, অনাচার**

২. অ কিংবা আ যুক্ত ধ্বনির পূর্ববর্তী অ- ধ্বনি বিবৃত হয়।
যেমন- **অমানিশা, কথা।**

অ- ধ্বনির স্বাভাবিক বা বিবৃত উচ্চারণ

খ. শব্দের মধ্যে ও অন্তে

১. পূর্ব স্বরের সঙ্গে মিল রেখে স্বরসঙ্গতির কারণে বিবৃত অ।
যেমন- **কলম, বৈধতা।**

২. ঋ- ধ্বনি, এ- ধ্বনি, ঐ- ধ্বনি, এবং ঔ- ধ্বনির পরবর্তী অ প্রায়ই বিবৃত হয়।
যেমন- **তৃণ, দেব** ইত্যাদি।

৩. অনেক সময়ই ই- ধ্বনির পরের অ বিবৃত হয়।
যেমন- **গঠিত, মিত, জনিত** ইত্যাদি।

অ- ধ্বনির সংবৃত

ক. শব্দের আদিতে

১. পরবর্তী স্বর সংবৃত হলে শব্দের আদি অ সংবৃত হয়।
যেমন- **অতি (ওতি), করুণ (কোরুণ)।**

২. পরবর্তী ই, উ- ইত্যাদির প্রভাবে পূর্ববর্তী র- ফলা যুক্ত অ সংবৃত হয়।
যেমন- **প্রতিভা (প্রোতিভা), প্রচুর (প্রোচুর)।**

অ- ধ্বনির সংবৃত

খ. শব্দের মধ্যে ও অন্তে

১. তর, তম, তন প্রত্যয়যুক্ত বিশ্লেষণ পদের অন্ত্য স্বর অ সংবৃত হয়।
যেমন- **প্রিয়তম (প্রিয়তমো), গুরুতর (গুরুতরো)।**

২. ই, উ এর পরবর্তী মধ্য ও অন্ত্য অ সংবৃত।
যেমন- **পিয় (পিয়ো), যাবতীয় (যাবতীয়ো)।**

স্বরধ্বনির উচ্চারণ

আ- ধ্বনি আ ধ্বনির উচ্চারণ হ্রস্ব ও দীর্ঘ দুই-ই হতে পারে।
যেমন- **আপন, বাড়ি, মা** ইত্যাদি।

বাংলায় একাক্ষর শব্দে আ-দীর্ঘ হয়। যেমন- কাজ শব্দের আ দীর্ঘ এবং কাল শব্দের আ হ্রস্ব।

এরূপ- **যা, পান, ধান** ইত্যাদি।

ই-ঈ ধ্বনি বাংলায় সাধারণত হ্রস্ব ই- ধ্বনি এবং ঈ- ধ্বনির উচ্চারণে কোনো পার্থক্য দেখা যায়না।

একাক্ষর শব্দের ই এবং ঈ দুটোই দীর্ঘ হয়।

যেমন- **বিশ, বিষ, দীন, দিন** ইত্যাদি।

স্বরধ্বনির উচ্চারণ

উ-ঊ ধ্বনি বাংলায় উ এবং ঊ ধ্বনির উচ্চারণে তেমন কোনও পার্থক্য দেখা যায়না।

যেমন- **চুল (দীর্ঘ), চুলা(হ্রস্ব), ভূত।**

ঋ ধ্বনি স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হলে ঋ-এর উচ্চারণ রি বা রী এর মত হয়। আর ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হলে র-ফলা+ই-কার এর মতো হয়।

যেমন- **ঋণ (রীন), ঋতু(রীতু), মাতৃ (মাত্রি)।**

এ- ধ্বনি এ- ধ্বনির উচ্চারণ দুই রকম-

১. **সংবৃত- মেঘ**

২. **বিবৃত- খেলা (খ্যালা)**

স্বরধ্বনির উচ্চারণ

এ এর **সংবৃত** উচ্চারণ:

ক. পদের অন্তে এ সংবৃত হয়। যেমন- **পথে, ঘাটে।**

খ. তৎসম শব্দের প্রথমে ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে যুক্ত এ-ধ্বনির উচ্চারণ সংবৃত হয়। যেমন- **দেশ, প্রেম।**

গ. একাক্ষর সর্বনাম পদের এ সংবৃত হয়। যেমন- **কে, সে, যে।**

ঘ. হ কিংবা আকারবিহীন যুক্ত ধ্বনি পরে থাকলে এ সংবৃত হয়। যেমন- **দেহ, কেহ।**

ঙ. ই আর উ কার পরে থাকলে এ সংবৃত হয়। যেমন- **দেখি, রেণু।**

স্বরধ্বনির উচ্চারণ

এ ধ্বনির **বিবৃত** উচ্চারণ:

ক. দুই অক্ষর বিশিষ্ট সর্বনাম বা অব্যয় পদে- যেমন: **এত, হেন, কেন।**

খ. অনুস্বার ও চন্দ্রবিন্দু যুক্ত ধ্বনির আগের এ- ধ্বনি বিবৃত। যেমন- **খেংড়া, চেংড়া।**

গ. খাঁটি বাংলা শব্দে: যেমন- **খেমটা, ঢেপসা, তেনা।**

ঘ. এক এগার, তের- এ কয়টি সংখ্যাবাচক শব্দে, এক যুক্ত শব্দেও- **একচোট, একতলা, একঘরে।**

ঙ. ক্রিয়াপদের বর্তমান কালের অনুজ্ঞায়,

তুচ্ছার্থ ও সাধারণ মধ্যম পুরুষের রূপে: **দেখ (দ্যাখ্), দেখ (দ্যাখ্)।**

স্বরধ্বনির উচ্চারণ

ঐ ধ্বনি এটি একটি যৌগিক স্বরধ্বনি। অ+ ই বা ও+ ই= অই, ওই। যেমন- **কই, বৈধ।**

ও ধ্বনি বাংলা একাক্ষর শব্দে ও কার দীর্ঘ হয়। যেমন- **গো, জোর, রোগ।**

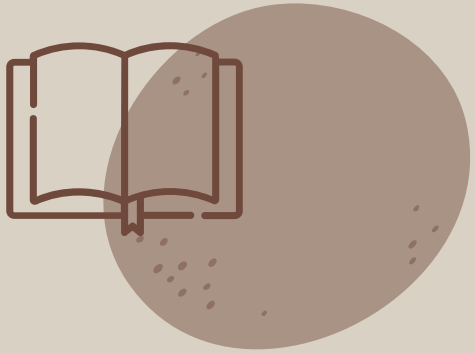

অনুশীলন করে দেখি

ঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি কোনটি?

(ক) খ
(খ) ছ
(গ) জ
(ঘ) ঘ

অনুশীলন করে দেখি

অ ধ্বনির সংবৃত উচ্চারণ কোনটিতে হয়েছে?

(ক) কথা
(খ) প্রত্যয়
(গ) তৃণ
(ঘ) মিত

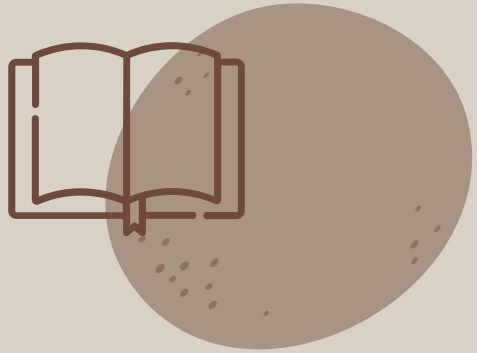

অনুশীলন করে দেখি

এ ধ্বনির বিবৃত উচ্চারণ কোনটিতে হয়েছে?

(ক) কেষ্ট
(খ) শেষ
(গ) বেলুন
(ঘ) গেঁজেল

ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ

ক-বর্গীয় ধ্বনি ক খ গ ঘ ঙ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণ জিহ্বার গোড়ার দিকে নরম তালুর পশ্চাৎ ভাগ স্পর্শ করে। এগুলো **জিহ্বামূলীয়** বা **কণ্ঠ্য স্পর্শধ্বনি।**

চ-বর্গীয় ধ্বনি চ ছ জ ঝ ঞ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগ চ্যাপটাভাবে তালুর সম্মুখ ভাগের সঙ্গে ঘর্ষণ করে। এদের বলা হয় **তালব্য স্পর্শধ্বনি**।

ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ

ট-বর্গীয় ধ্বনি ট ঠ ড ঢ ণ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ উল্টিয়ে ওপরের মাড়ির গোড়ার শক্ত অংশকে স্পর্শ করে। এগুলোর উচ্চারণে জিহ্বা উল্টা হয় বলে এদের নাম দন্তমূলীয় **প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি**। আবার এগুলো ওপরের মাড়ির গোড়ার শক্ত অংশ অর্থাৎ মূর্ধায় স্পর্শ করে উচ্চারিত হয় বলে এদের বলা হয় **মূর্ধন্য ধ্বনি**।

ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ

ত-বর্গীয় ধ্বনি ত থ দ ধ ন পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বা সম্মুখে প্রসারিত হয় এবং অগ্রভাগ ওপরের দাঁতের পাটির গোড়ার দিকে স্পর্শ করে। এদের বলা হয় **দন্ত্য ধ্বনি**।

প-বর্গীয় ধ্বনি প ফ ব ভ ম পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণে ওষ্ঠের সঙ্গে অধরের স্পর্শ ঘটে। এদের **ওষ্ঠ্যধ্বনি** বলে।

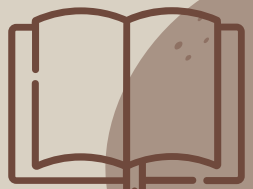

ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ

য বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি সাধারণত সম্মুখ তালু স্পর্শ করে উচ্চারিত হয়। এজন্য ধ্বনিটিকে বলা হয় তালব্য ধ্বনি।

শব্দের আদিতে ব্যবহৃত হলে বাংলায় এর উচ্চারণ জ এর মতো হয়।

যেমন : **যখন, যাবেন, যুদ্ধ, যম** ইত্যাদি।

শব্দের মধ্যে বা অন্তে (সংস্কৃত নিয়মানুযায়ী) ব্যবহৃত হলে য় উচ্চারিত হয়।

যেমন : **বি+যোগ=বিয়োগ।**

ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ

র বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি জিহবার অগ্রভাগকে কম্পিত করে এবং তা দ্বারা দন্তমূলকে একাধিকবার দ্রুত আঘাত করে উচ্চারিত হয়। জিহ্বাগ্রকে কম্পিত করা হয় বলে ধ্বনিটিকে কম্পনজাত ধ্বনি বলা হয়। যেমন : **রাহাত, আরাম, বাজার।**

ল বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগকে মুখের মাঝামাঝি দন্তমূলে ঠেকিয়ে রেখে জিহ্বার দুই পাশ দিয়ে মুখবিবর থেকে বায়ু বের করে দেয়া হয়। দুই পাশ দিয়ে বায়ু নিঃসৃত হয় বলে একে পার্শ্বিক ধ্বনি বলা হয়। যেমন **: লাল, লতা, কলরব, ফল, ফসল।**

ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ

ব : বাংলা বর্ণমালায় বর্গীয়-ব ও অন্তঃস্ব-ব এদের আকৃতিতে কোনো পার্থক্য নাই। আগে বর্গীয় ও অন্তঃস্থ-ব দুই রকমের ব লেখার আকৃতিও পৃথক ছিল এবং উচ্চারণও আলাদা ছিল। এখন আকৃতি ও উচ্চারণ অভিন্ন বলে অন্তঃস্থ-ব-কে বর্ণমালা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে অন্তস্থ য-ও অন্তঃস্থ ব দুটি অর্ধস্বর, প্রথমটি **অয় বা ইয় (y)** এবং দ্বিতীয়টি অব বা **অও (w)-র** মতো।

যেমন : **নেওয়া, হওয়া** ইত্যাদি

ধ্বনির পরিবর্তন

ধ্বনির পরিবর্তন **১৬** ভাবে করা যায়

ভাষার পরিবর্তন ধ্বনির পরিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত। ধ্বনি পরিবর্তন নানা প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়

ধ্বনির পরিবর্তন

১. **স্বরাগম**

আদি স্বরাগম / Prothesis উচ্চারণের সুবিধার জন্য বা অন্য কোনো কারণে শব্দের আদিতে স্বরধ্বনি এলে তাকে বলে আদি স্বরাগম।

যেমন : **স্কুল>ইস্কুল, স্টেশন>ইস্টিশন।**

এরূপ : **আস্তাবল, আস্পর্ধা।**

ধ্বনির পরিবর্তন

মধ্য স্বরাগম, বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি / Anaptyxis

সময় সময় উচ্চারণের সুবিধার জন্য সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মাঝখানে স্বরধ্বনি আসে।

একে বলা হয় মধ্য স্বরাগম বা বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি। যেমন :

- **অ** : **রত্ন>রতন, ধর্ম>ধরম, স্বপ্ন>স্বপন, হর্ষ>হরষ** ইত্যাদি।
- ই : **প্রীতি>পিরীতি, ক্লিপ>কিলিপ, ফিল্ম>ফিলিম** ইত্যাদি।

ধ্বনির পরিবর্তন

- **অন্ত্যস্বরাগম / Apothesis** কোনো কোনো সময় শব্দের শেষে অতিরিক্ত স্বরধ্বনি আসে। এরূপ স্বরাগমকে বলা হয় অন্ত্যস্বরাগম।
- যেমন : **দিশ >দিশা, পোখত্ >পোক্ত, বেঞ্চ >বেঞ্চি, সত্য>সত্যি** ইত্যাদি।
- পরের ই-কার আগে উচ্চারিত হলে কিংবা যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির আগে ই-কার বা উ-কার উচ্চারিত হলে তাকে **অপিনিহিতি** বলে।
- যেমন : **আজি>আইজ, সাধু>সাউধ, রাখিয়া>রাইখ্যা, বাক্য>বাইক্য।**

ধ্বনির পরিবর্তন

- একই স্বরের পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য মাঝখানে যখন স্বরধ্বনি যুক্ত হয় তখন তাকে বলে **অসমীকরণ**
- যেমন : **ধপ+ধপ>ধপাধপ, টপ+টপ>টপাটপ**

  এরুপ : **চলাচল ,ফলাফল**
- একটি স্বরধ্বনির প্রভাবে শব্দে অপর স্বরের পরিবর্তন ঘটলে তাকে **স্বরসঙ্গতি** বলে।
- যেমন: **দেশি>দিশি, বিলাতি>বিলিতি, মুলা>মুলো।**

ধ্বনির পরিবর্তন

- আদিস্বর অনুযায়ী অন্ত্যস্বর পরিবর্তিত হলে **প্রগত স্বরসঙ্গতি** হয়।

  যেমন: **মূল্য>মূলো, শিকা>শিকে, তুলা>তুলো।**

- অন্ত্যস্বরের কারণে আদ্যস্বর পরিবর্তিত হলে **পরাগত স্বরসঙ্গতি** হয়।

  যেমন: **আখো> আখুয়া> এখো, দেশি, দিশি।**

- আদ্যস্তর ও অন্ত্যস্বর অনুযায়ী মধ্যস্বর পরিবর্তিত হলে **মধ্যগত স্বরসঙ্গতি** হয়।

  যেমন: **বিলাতি>বিলিতি।**

ধ্বনির পরিবর্তন

- আদ্য ও অন্ত্য দুই স্বরই পরস্পর প্রভাবিত হলে **অন্যোন্য স্বরসঙ্গতি** হয়।

  যেমন: **মোজা> মুজো।**

- পূর্বস্বর উ-কার হলে পরবর্তী স্বর ও-কার হয়।

  যেমন : **মুড়া>মুড়ো, চুলা>চুলো ইত্যাদি।**

  বিশেষ নিয়মে উড়–নি>উড়নি, এখনি> এখুনি হয়।

ধ্বনির পরিবর্তন

- দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের আদি, অন্ত্য বা মধ্যবর্তী কোনো স্বরধ্বনির লোপকে বলা হয় **সম্প্রকর্ষ** ।
  যেমন : **বসতি>বসইত, জানালা>জান্লা** ইত্যাদি।

- **আদিস্বরলোপ / Aphesis** : যেমন : **অলাবু>লাবু>লাউ, উদ্ধার>উধার>ধার।**
- **মধ্যস্বর লোপ / Syncope**: **অগুরু>অগ্রু, সুবর্ণ>স্বর্ণ।**

ধ্বনির পরিবর্তন

- **অন্ত্যস্বর লোপ / Apocope : আশা>আশ, আজি>আজ, চারি>চার (বাংলা), সন্ধ্যা>সঞ্ঝা>সাঁঝ।**
- শব্দের মধ্যে দুটি ব্যঞ্জনের পরস্পর পরিবর্তন ঘটলে তাকে **ধ্বনি বিপর্যয় বলে।**
- যেমন : **ইংরেজি বাক্স> বাংলা বাস্ক, জাপানি রিক্সা>বাংলা রিস্কা** ইত্যাদি।

  অনুরূপ-**পিশাচ>পিচাশ।**

ধ্বনির পরিবর্তন

- শব্দমধ্যস্থ দুটি ভিন্ন ধ্বনি একে অপরের প্রভাবে অল্প-বিস্তর সমতা লাভ করে।

  এ ব্যাপারকে বলা হয় **সমীভবন**। যেমন : **জন্ম>জম্ম, কাঁদনা>কান্না** ইত্যাদি।

- পূর্ব ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে।

  পরবর্তী ধ্বনি পূর্ববর্তী ধ্বনির মতো হয়, একে বলে **প্রগত সমীভবন**।

  যেমন : **চক্র>চক্ক, পক্ব>পক্ক, পদ্ম>পদ্দ, লগ্ন>লগ্ন** ইত্যাদি।

ধ্বনির পরিবর্তন

- পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী ধ্বনির পরিবর্তন হয় একে বলে **পরাগত সমীভবন** ।

  যেমন : **তৎ+জন্য>তজ্জন্য, তৎ+হিত>তদ্ধিত, উৎ+মুখ>উন্মুখ** ইত্যাদি।

- যখন পরস্পরের প্রভাবে দুটো ধ্বনিই পরিবর্তিত হয় তখন তাকে বলে **অন্যোন্য সমীভবন**।

  যেমন : **সংস্কৃত সত্য>প্রাকৃত-সচ্চ, সংস্কৃত-বিদ্যা>প্রাকৃত-বিজ্জা** ইত্যাদি।

ধ্বনির পরিবর্তন

- দুটো সমবর্ণের একটির পরিবর্তনকে **বিষমীভবন** । বলে। যেমন: **শরীর>শরীল, লাল>নাল** ।
- কখনো কখনো জোর দেয়ার জন্য শব্দের অন্তর্গত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়, একে বলে **দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জনদ্বিত্ব** । যেমন : **পাকা>পাক্কা, সকাল>সক্কাল** ইত্যাদি।

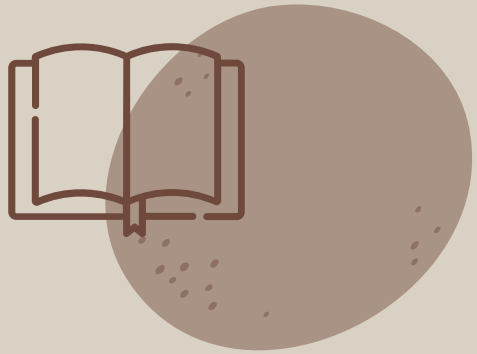

ধ্বনির পরিবর্তন

- শব্দ-মধ্যে কোনো কোনো সময় কোনো ব্যঞ্জন পরিবর্তিত হয়ে নতুন ব্যঞ্জনধ্বনি ব্যবহৃত হয়।

একে বলে **ব্যঞ্জন বিকৃতি** ।যেমন : **কবাট>কপাট, ধোবা>ধোপা, ধাইমা>লাইমা** ইত্যাদি।

- পাশাপাশি সমউচ্চারণের দুটি ব্যঞ্জনধ্বনি থাকলে তার একটি লোপ পায়।

এরূপ লোপকে বলা হয় **ধ্বনিচ্যুতি বা ব্যঞ্জনচ্যুতি** । যেমন : **বউদিদি>বউদি, বড় দাদা>বড়দা** ইত্যাদি।

ধ্বনির পরিবর্তন

- পদের মধ্যে কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে তাকে বলে **অন্তর্হতি**। যেমন: **ফাল্গুন>ফাগুন, ফলাহার> ফলার, আলাহিদা>আলাদা** ইত্যাদি।

- বিপর্যস্ত স্বরধ্বনি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সাথে মিলে গেলে এবং তদনুসারে পরবর্তী স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটলে তাকে বলে **অভিশ্রুতি** । যেমন : **করিয়া থেকে অপিনিহিতির ফলে কইরিয়া** কিংবা **বিপর্যয়ের ফলে কইরা থেকে অভিশ্রুতিজাত করে**

- এরূপ: **শুনিয়া> শুনে, বলিয়া>বলে, হাটুয়া>হাউটা>হেটো, মাছুয়া>মেছো** ইত্যাদি।

ধ্বনির পরিবর্তন

- আধুনিক চলিত বাংলায় অনেক ক্ষেত্রে র-কার লোপ পায় এবং পরবর্তী ব্যঞ্জন দ্বিত্ব হয়।

যেমন : **তর্ক>তক্ক, করতে>কত্তে, মারল>মাল্ল, করলাম>কল্লাম।**

- আধুনিক চলিত ভাষায় অনেক সময় দুই স্বরের মাঝামাঝি হ-কারের লোপ হয়।

যেমন : **পুরোহিত >পুরুত, গাহিল>গাইল, চাহে>চায়, সাধু>সাহু>সাউ** ইত্যাদি।

ধ্বনির পরিবর্তন

- শব্দের মধ্যে পাশাপাশি দুটো স্বরধ্বনি থাকলে যদি এ দুটো স্বর মিলে একটি দ্বিস্বর (যৌগিক স্বর) না হয় তবে এ স্বর দুটোর মধ্যে উচ্চারণের সুবিধার জন্য একটি ব্যঞ্জনধ্বনির মতো অন্তঃস্থ য় (ণ) বা অন্তঃস্থ ব (ড) উচ্চারিত হয়।

- এই অপ্রধান ব্যঞ্জনধ্বনিটিকে বলা হয় **য়-শ্রুতি** ও **ব-শ্রুতি।**

যেমন : **মা+ আমার=মা (য়) আমার>মায়ামার, যা+অ=যা (ও) য়া=যাওয়া।**

এরূপ : **নাওয়া, খাওয়া, দেওয়া** ইত্যাদি।

অনুশীলন করে দেখি

কম্পনজাত ধ্বনি কোনটি?

(ক) য
(খ) ব
(গ) ন়
(ঘ) ল

অনুশীলন করে দেখি

অপিনিহিতি কোনটিতে হয়েছে?

(ক) বেঞ্চ>বেঞ্চি

(খ) ধপ+ধপ= ধপাধপ

(গ) মারি> মাইর

(ঘ) দেশি> দিশি

অনুশীলন করে দেখি

পরাগত সমীভবন কোনটিতে হয়েছে?

(ক) তজ্জন্য

(খ) লগ্ন

(গ) লাউ

(ঘ) নাল

ধন্যবাদ